দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 3 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে কারফিউ সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

বিভাগীয় শহরে সকল কলেজ বন্ধ ঃ হল ত্যাগের নির্দেশ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

সরকার গতকাল বুধবার রাত ৮টা থেকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি করেছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগীয় শহরের সকল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে গতকাল বুধবার এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়।

এর আগে বিকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের এই সভায় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সরকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভার পরই তথ্য অধিদপ্তর থেকে এক তথ্য বিবরণী পাঠানো হয়। এতে বুধবার রাত আটটা থেকে সকল বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি এবং বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছয়টি বিভাগীয় শহরের সকল কলেজ এখন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে গতকাল রাত ৮টার মধ্যে হল ত্যাগ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে আরেক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে জনজীবনে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে, উচ্ছৃংখল তৎপরতা ও সম্পদহানি পরিহার করতে এবং জনজীবনে বিঘ্ন ঘটানো থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছে।

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, এ ধরনের জনস্বার্থবিরোধী তৎপরতা চলতে থাকলে সরকার জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে এবং জনগণের জানমাল রক্ষায় এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

সরকারি তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী ক্যাম্পাস থেকে সেনা-ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলি তদন্তে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীর তদন্তের ভিত্তিতেও দোষী

(২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে

(প্রথম পৃঃ পর)

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষ ঢাকা ও দেশের আরো কয়েকটি স্থানে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করছে। এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, অ-ছাত্ররা এ ধরনের উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যকর তৎপরতায় অংশ নিচ্ছে। এটা আর চলতে দেয়া যায় না বলে সরকারি তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার নাঈম আহমেদ গতকাল সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরের সম্মানিত নাগরিকদের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২২/০৮/০৭ তারিখ রাত ৮টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করা হয়েছে। সান্ধ্য আইন বলবৎ করতে সহযোগিতা করার জন্য সম্মানিত সকল নাগরিকের প্রতি তিনি আহবান জানান।

চট্টগ্রাম বন্দরে স্বাভাবিক কাজ অব্যাহত থাকবে

চট্টগ্রাম থেকে বাসস জানায়, কারফিউ চলাকালে চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য ওঠা-নামা, ডেলিভারী এবং তেল সেক্টরগুলো জ্বালানি তেল বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে অব্যাহত থাকবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সূত্র জানিয়েছে, কারফিউ চলাকালীন বিশেষ ব্যবস্থায় বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ ফরহাদ উদ্দিন আহমদ সন্ধ্যায় জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে জেটিতে এবং বহির্নোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজের পণ্য খালাস অব্যাহত রাখতে শ্রমিকসহ বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় কারফিউ পাসের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সিএন্ডএফ কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট আমদানি, রফতানিকারকের প্রতিনিধি কিংবা শিপিং এজেন্ট প্রতিনিধিদের বন্দরে যাতায়াতের জন্য বন্দর সিকিউরিটি অফিস থেকে পাসের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সচিব জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি ও বহির্নোঙ্গরে বর্তমানে ৩৪টি জাহাজে কাজ চলছে।

বিপিসি সূত্র জানিয়েছে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তেল কোম্পানিগুলো বিভিন্নস্থানে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।